যুগান্তর

13 JAN 2008

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি বজায় রাখতে আ'লীগ হাইকমান্ডের নির্দেশ

সব ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে বসছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

মুসতাক আহমদ

আবাসিক হল দখল বা ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান চাপা উত্তেজনা নিরসনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলসহ ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে তারা পৃথক এমনকি যৌথ সভা করছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের দোষে হলগুলো থেকে বিতাড়িত ও বাইরে অবস্থান করা বিভিন্ন মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের হলে তুলে দেয়ার চেষ্টাও নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আলাপে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রগুলো জানায়, এ ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলোও কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করছে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন যুগান্তরকে জানান, হাইকমান্ড থেকে শিক্ষাঙ্গনে লেখাপড়ার সর্বোচ্চ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে 'সহাবস্থান' বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা চান ভোট সরকারের আমলের মতো ক্যাম্পাসে কোন নৈরাজ্য থাকবে না। ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিক পরিবেশে ক্লাস করবে, পরীক্ষা দেবে, হলে অবস্থান করবে। হাইকমান্ডের নির্দেশ সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিক শুক্রবার বিকালে জানান, আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। ক্যাম্পাস খোলাকে সামনে রেখে তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনের স্বাভাবিকতার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিগত কয়েকদিনে। এতবড় বিজয়ের পরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নির্দেশ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

নির্দেশ : শান্তি বজায় রাখতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দখল-পাল্টা দখলকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ঘটেনি।

প্রসঙ্গত, বিগত জোট সরকারের আমল থেকে শুরু করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরসহ মোট ৭ বছর সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ২০০১ সালের পর থেকে অধিকাংশ সময়ই ছিল হলের বাইরে। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যরাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির দখলদারিত্ব ছেড়ে এলাকার পালিয়ে যায়। কিন্তু ঢাকার বাইরের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা অবস্থান করছে যথারীতি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সারাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠানে আবাসিক হল রয়েছে, তাতে বর্তমানে দখলদারিত্ব বজায় রাখা সংগঠনগুলো নতুন করে কড়া পাহারা বসিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক হল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ এবং ঢাকার বাইরে কোথাও ছাত্রদল কোথাও ছাত্রশিবির এ পাহারার কাজ করছে। দীর্ঘদিন পর নতুন করে পাহারা বসানোর কারণে ক্যাম্পাসগুলোতে এক ধরনের উত্তেজনা-আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এর ওপর গত কয়েকদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সংঘর্ষ, বিভিন্ন হলের রুম দখল ইত্যাদি ঘটনায় আতংক আরও তীব্র হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের কঠোর নির্দেশনার কারণে বিষয়টি বেশিদূর গড়াতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এ প্রতিনিধিকে জানান, ক্যাম্পাসে সর্বোচ্চ সহাবস্থান নিশ্চিতে ছাত্রলীগ তাকে ইতিবাচক ও আন্তরিক আশ্বাস দিয়েছে। ছাত্রদলের পক্ষ থেকেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, দু'একটি হলে সমস্যা হয়েছিল। প্রভোস্টদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রায় এক মাস ছুটির পর আজ খুলছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। সাধারণত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের কর্মীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কর্মীদের মারামারি হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে হল না থাকায় ক্যাম্পাসে তৎপরতা চালানো নিয়ে এসব ঘটনা ঘটে থাকে। বিগত এক বছরে অসংখ্যবার উভয় সংগঠনে সংঘর্ষ হয়। এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের ওই বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কামরুল হাসান রিপন শুক্রবার বিকালে টেলিফোনে বলেন, ঐতিহাসিকভাবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থান রয়েছে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ সবাই যার যার মতাদর্শ চর্চা করে। তবে কোন উদ্ভট শক্তি যদি তৎপরতা চালানোর চেষ্টা করে সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, সব ছাত্র ক্যাম্পাসে আসবে। ক্লাস করবে। পরীক্ষা দেবে। লেখাপড়া করবে। এতে কেউ কোন বাধা দেবে না। আর বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক আবু হোসেন সিদ্দিক বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাস সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালনাতে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন হলে বর্তমানে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের একাংশ অবস্থান করছে। বিতাড়িত অংশের নেতা ও ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনি জানান, তারা নির্বাচনের পরের দিনই হলে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপারে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের কঠোর নির্দেশের কারণে তারা হলে ফেরেননি। কেননা, হলে ফিরতে গেলে তাদেরই অপর অংশের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তিনি বলেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের তিনটি অংশ আছে। অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারের নেতৃত্বে একটি অংশ সাবেক বিএনপিপন্থী উপাচার্য অধ্যাপক মুসতাহিদুর রহমানকে সহায়তা করেন। আরেকটি অংশ সাবেক আওয়ামী লীগপন্থী উপাচার্য অধ্যাপক বারেস এবং তৃতীয় অংশটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক আবশার আহমেদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আবদুল্লাহেল কাফি জানান, আজ ছাত্রলীগের দুটি অংশ, প্রক্টরিয়াল টিম এবং সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে সমঝোতা বৈঠক বসবে। ক্যাম্পাসে সব দলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতের কথা জানান তিনি।

রাজশাহীসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ছাত্রশিবিরের একক আধিপত্য। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা থাকতে পারলেও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হলে ফেরেননি। শুধু তাই নয়, হলগুলো যাতে হাতছাড়া না হয়, সে লক্ষ্যে শিবিরের কড়া পাহারাও রয়েছে। শুক্রবার বিকালে এ ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক মামনুল কেরামতের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, হলে কোন সমস্যা নেই। ছাত্র